|  |
| --- |
| **ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

১.০ ভূমিকা

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গুরুত্ব:** মানব জাতির জন্মলগ্ন থেকে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। ধর্ম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজ জীবনের নানা ধরনের সামাজিক রীতি ব্যবস্থাকে পরিচালনা করে সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সহায়তা করে। সব ধর্মেরই মূলকথা হলো সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আরাধনা। একমাত্র ধর্মই পারে মানব সমাজে সুখ-শান্তি, নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে। মানুষের মনোজগত থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রভৃতির সাথে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ধর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং একটি অসাম্প্রদায়িক, শান্তিপূর্ণ ও উন্নত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরসলভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

**১.২** **Allocation of business অনুযায়ী নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত মন্ত্রণালয়ের ম্যান্ডেট:** জাতীয় হজ ও ওমরাহ্‌ নীতি, হজ প্যাকেজ ঘোষণা, দ্বি-পাক্ষিক হজ চুক্তি সম্পাদন ও হজযাত্রীদের আবাসন ব্যবস্থাপনাসহ হজ ও ওমরাহ গমন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম এবং তীর্থ ভ্রমণ, বিদেশে গমনকারী এবং বিদেশ থেকে আগত ধর্মীয় প্রতিনিধিদল সংক্রান্ত কার্যক্রম, ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও বয়স্কদের সাক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান এবং জেলা উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ সাধন এবং ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ প্রতিরোধে সচেতনতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জোরদারকরণে এ মন্ত্রণালয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

২.০ **ধর্ম** **মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের প্র্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান অধিকার, ভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ১২, ২৮ এবং ৪১ নম্বর অনুচ্ছেদে যথাক্রমে ধর্ম নিরপেক্ষতা রক্ষা, ধর্মীয় কারণে বৈষম্যরোধ এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। জাতীয় হজ ও ওমরাহ্‌ নীতি ২০২১ নারী হজযাত্রীদের সুস্ঠুভাবে হজ পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৫.৩: শিশু বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরণের ক্ষতিকর প্রথার অবসানের বিষয় উল্লেখ আছে। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংবিধানের নিদের্শনা মোতাবেক অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া, প্রকল্প এবং কর্মসূচি গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংবিধান, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ-সহ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নকে অগ্রধিকার প্রদান করা হয়েছে।

**৩.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণ:** শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা এবং কিশোর-কিশোরীদের কুরআন শিক্ষা প্রদান, ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব/ইমামদেরকে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা, আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও আলোচনা সভা আয়োজন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ/পালক-পুরোহিতগণের দক্ষতা বৃদ্ধি ও ছাত্র-যুবকদের নীতি-নৈতিকতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ধর্মীয় ও নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন সমাজ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে। ফলে, নারীদের সামাজিক নিরাপত্তাসহ সচেতনতা এবং সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
* **হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন:** হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং হজযাত্রীদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসক দলসহ অন্যান্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ, হজ ও ওমরাহ এজেন্সিকে লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন, হজযাত্রী ও হজ গাইডদের প্রশিক্ষণসহ ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হজ ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে নানামূখি কাজ করছে। বিভিন্ন প্রতিনিধি দলে নারী সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত করায় নারী উন্নয়নে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে এবং মহিলা হজযাত্রীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
* **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ:**  ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কার্যক্রমের ফলে সীমিত আকারে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, তাদের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।
* **ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সহায়তা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন:** দুঃস্থ ব্যক্তিদের আত্মনির্ভরশীলতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রদত্ত অনুদান ও যাকাতের অর্থ চরম দরিদ্র ও দুঃস্থ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইসলামিক মিশনের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এবং অনুদান ও যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে নারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.০ মন্ত্রণালয়ের **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক নং** | **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নের উপর প্রভাব** |
| --- | --- | --- |
| **১** | **২** | **৩** |
| ১. | শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান | প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রে মেয়ে শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং পবিত্র কোরআন শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের ২০%, মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের ৮০% এবং প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্রের ৮৫% কেন্দ্র নারী শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে মেয়ে শিশুরা নিজেদের অধিকার, পারিবারিক নির্যাতন/ধর্মীয় গোড়ামী/বাল্যবিবাহের কূফল এবং আত্মনির্ভরশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হচ্ছে। সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কোর্সে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে, যা সামগ্রিকভাবে নারী উন্নয়নে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলবে। |
| ২. | ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে আর্থ-সামাজিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান | ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করায় তারা উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্ত হয়ে জীবনমানের উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি তাদের নারীর প্রতি সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছে। ফলে, তারা সমাজের সংকীর্ণতা হ্রাস, সচেতনতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের কুফলসহ নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে অধিকতর সহানুভূতিশীল হবে এবং এ সকল বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ফলশ্রুতিতে নারীর প্রতি সহিংসতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে; নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, গৃহীত প্রকল্পের মাধ্যমে হিন্দু নারী সেবাইতদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা হচ্ছে। |
| ৩. | হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং চিকিৎসক দলসহ অন্যান্য প্রতিনিধি দল প্রেরণ |  আধুনিক প্রযুক্তি ও অনলাইন রেজিস্ট্রেশন এবং ভিসা লজমেন্টের মাধ্যমে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনার প্রভূত উন্নয়ন করা হয়েছে। চিকিৎসক দলসহ অন্যান্য প্রতিনিধি দলে নারী সদস্য অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় নারীর আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে। নারীরা নির্বিঘ্নে হজ ও ওমরাহ ব্রত পালন করছে। |
| ৪. | গবেষণা ও ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা  |  বিভিন্ন ধর্মে নারীর অধিকার সর্ম্পকে বর্ণিত ব্যাখার আলোকে পুস্তক প্রকাশনার ফলে মানুষের মাঝে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বৃদ্ধি পাবে। মানুষে মানুষে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ বাড়বে। ফলে সামগ্রিকভাবে সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং মর্যাদাও বৃদ্ধি পাবে। |
| ৫. | দরিদ্র ও দু:স্থ ব্যক্তিদের অনুদান প্রদান এবং চিকিৎসা সেবা কার্যক্রমের প্রসার | অনুদান প্রদানের ফলে দু:স্থ নারীরা স্বাবলম্বী হতে পারবেন। অনগ্রসর দরিদ্র অঞ্চলে চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম প্রসারের ফলে নারীদের স্বাস্থ্য সেবা বিস্তৃত হচ্ছে, যা দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে এবং নারীর মৃত্যু হার কমাতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। |
| ৬. | আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক উন্নয়নে পাঠাগার ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন | পাঠাগার ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম প্রসারের প্রভাবে নারীসমাজের জ্ঞান অর্জনের সুযোগ অবারিত হয়েছে। ফলে নারী সহজেই শিক্ষা অর্জন করতে পারছে এবং তাদের স্বাবলম্বী হবার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। |
| ৭. | শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন | স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিশু-কিশোরদের বিশেষ করে মেয়ে শিশু ও কিশোরীদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মানসিক বিকাশ সাধিত হবে। |

**৫.০ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ এবং মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

**৫.১ মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ**

| **সংস্থা** | **১-১০ গ্রেড পর্যন্ত****(পুরুষ)** | **১-১০ গ্রেড পর্যন্ত****(নারী)** | **১১-২০ গ্রেড পর্যন্ত****(পুরুষ)** | **১১-২০ গ্রেড পর্যন্ত****(নারী)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচবিালয় | ৪৫ | ৩ | ৩৬ | ১০ |
| ইসলামিক ফাউন্ডেশন | ২৫০ | ২৭ | ৬৪৯ | ৭৩ |
| বাংলাদেশ ওয়াক্‌ফ প্রশাসকের কার্যালয় | ১ | ১৩ | ৭৮ | ৪ |
| হজ অফিস, ঢাকা | ২ | - | ১৭ | ১ |
| হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ২ | - | ৮ | ১ |
| বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ৩ | - | ৫ | ২ |
| খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট | ৩ | - | ২ | ২ |
| সর্বমোট | ৩০৬ | ৪৩ | ৭৯৫ | ৯৩ |

**৫.২ মন্ত্রণালয়ের মোট বাজেটে নারী উন্নয়নে ব্যয়**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| মন্ত্রণালয়ের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৬.০ **বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

৬.1 **বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র**

| **ক্রমিক নং** | **নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১. | মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে; | মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় প্রাক প্রাথমিক ও কুরআন শিক্ষায় বর্তমানে ২১৮৬৮ জন নারী শিক্ষক কর্মরত আছেন। |
| ২. | বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে নারীর অধিকার সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | ধর্ম গ্রন্থে নারীর অধিকার সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসারের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইমামদের মাধ্যমে খুতবায় ও মসজিদ ভিত্তিক গণশিক্ষা প্রকল্পের শিক্ষকদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে অবহিত করা হচ্ছে। |
| ৩. | সব ধর্মেই নারীকে মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়েছে। এ বিষয়টিকে সকল ফোরামে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে; | নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে সভা, সেমিনার ও আলোচনা সভায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। |
| ৪. | ধর্মীয় গোঁড়ামী দূরীকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে;  | প্রতি শুক্রবার মসজিদে খুতবা, আলাচনা সভা ও প্রশিক্ষণে ধর্মীয় গোঁড়ামী দূরীকরণের বিষয়ে সচেতনা বৃদ্ধির উদ্যেগ গ্রহণ করা হয়েছে। কাযক্রমটি চলমান রয়েছে। |
| ৫. | সকল পাবলিক প্লেস-এ (মার্কেট, হাসপাতাল, বাস/লঞ্চ টার্মিনাল, রেলওয়ে স্টেশন, অফিস-আদালত ইত্যাদি) নারীদের প্রার্থণা কক্ষ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ। | সকল পাবলিক প্লেসে নারীদের জন্য প্রার্থনা কক্ষ নির্মাণের বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচেনায়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫৬০টি মডেল মসজিদে এক কর্ণারে মহিলাদের জন্য পৃথক নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। |

৬.**২**  **বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

* + **মসজিদ, মন্দির ও প্যাগোডা ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম:** এ কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯২ সাল হতে এ পর্যন্ত মোট 2 কোটি 62 লক্ষ 69 হাজার 2 শত জনকে শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা 01 কোটি ৩১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪০0 জন; যা মোট শিক্ষার্থীর ৪৯.৯৯%।
	+ **ইসলামিক মিশন কার্যক্রম:** এ কর্মসূচির মাধ্যমে এ্যালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি উভয় ধরনের স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হয়ে থাকে। ১৯৮৩ সালে শুরু হবার পর থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত মোট ২ কোটি ৪৫ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৫৩ জনকে এ্যালোপ্যাথি স্বাস্থ্য সেবা এবং ৭৪ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৬০ জনকে হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, এ্যালোপ্যাথি স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী নারী রোগীর সংখ্যা ১,৫৯,৬৬,৪২৯ জন এবং হোমিওপ্যাথিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী নারী রোগীর সংখ্যা ৪৮,৪৪,৪২৪ জন।
	+ **যাকাত সংগ্রহ এবং দরিদ্র ও দুস্থ ব্যক্তিদের আত্ম-নির্ভরশীলতায় অনুদান প্রদান:** যাকাত বোর্ড পবিত্র কোরআনের নির্দেশনার আলোকে ৮টি খাতে দরিদ্র ও দু:স্থ ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান করে থাকে। গত তিন বছরে ৩২৬৭ জন দরিদ্র নারীকে যাকাত ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।
	+ **অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মানে নারীর অবদান:** প্রাক-প্রাথমিক ও গীতা শিক্ষাকেন্দ্রের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের কল্যাণকর ও নীতি নৈতিকতা সম্পন্ন হিতোপদেশ তুলে ধরে শিক্ষার্থীর মননে একটি স্থায়ী ভিত্তি রচনার ক্ষেত্রে নারীই বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অভিভাবক, প্রতিবেশি, মন্দির কমিটি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সকলেই নারী শিক্ষকদের এ প্রচেষ্টা অবলোকন করছেন এবং উপকৃত হচ্ছেন।
	+ **দক্ষ সংগঠক হিসাবে নারীর ভূমিকা:** মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষাপ্রকল্পের কার্যক্রম মন্দিরে পরিচালিত হচ্ছে বিধায় একজন নারী শিক্ষক মন্দির কমিটির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রেখে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। মন্দির কমিটি, জনপ্রতিনিধি এবং স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে প্রকল্পের কাজকে এগিয়ে নিতে একজন নারী শিক্ষক দক্ষ সংগঠকের ভূমিকা পালন করছে।
	+ **অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও পারিবারিক সমস্যা সমাধানে নারীর অবস্থান:** মন্দিরভিত্তিক প্রকল্পে নিয়োজিত শিক্ষকবৃন্দ মাসিক 4500 টাকা হারে সম্মানী পাচ্ছে। এই সম্মানী প্রাপ্তির মাধ্যমে নারীর সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হচ্ছে এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীরা ভূমিকা রাখতে পারছে। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হচ্ছে। নারী তার উপার্জিত অর্থ পরিবার পরিচালনার কাজে ব্যয় করছে। ছেলেমেয়ের শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনে কার্যকরী ভূমিকা রেখে চলেছেন। বাস্তবায়নাধীন ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্রে নারীদের জন্য পৃথক প্রার্থণাকক্ষসহ সকল সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ সকল মসজিদে ৩১৪০০ নারীর একত্রে নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা থাকবে।

৬.৩ **নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমে নারীর সাফল্যগাঁথা**

|  |
| --- |
| **একজন শিক্ষকের গল্প**মন্দিরভিত্তিক শিশু ও গণ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের নিতাই গৌরভজন মন্দির কেন্দ্রটিতে “কেন্দ্র শিক্ষক” হিসেবে ২০০৮ সাল থেকে নিয়োজিত রয়েছেন শ্রীমতি ভারতী রানী। কেন্দ্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৫ জনেরও অধিক। এলাকাটি হিন্দু জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। কেন্দ্র শিক্ষক ভারতী রানী কেন্দ্র পরিচালনার পর থেকে এলাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিশুদেরকে বিদ্যালয়মুখী করা সম্ভব হয়েছে। তারা এ বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিকতা ও ধর্মীয় শিক্ষা পাচ্ছে। শিক্ষক ছড়া, গল্প, গান, ক্রীড়া, শরীরচর্চা, চারু ও কারু কাজ বিষয়ে শিক্ষাদান এবং বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে এ কেন্দ্রটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্ঠায় সকল শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আকর্ষণীয় পাঠদান কৌশল ব্যবহার করে তিনি শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছেন। প্রতিবছর এই কেন্দ্র থেকে শিক্ষা সমাপন শেষে শিক্ষার্থীরা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় পদার্পণ করছে। এ কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। এভাবেই নওগাঁ জেলার এই শিক্ষাকেন্দ্রটি শিক্ষার আলো ছড়াতে ও শিক্ষার্থীদের উদ্দীপ্ত করতে মডেল কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। আর এ কার্যক্রমের একজন সফল ও উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো কেন্দ্র শিক্ষক ভারতী রানী।  |

**৭.০** **নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** চ্যালেঞ্জ**সমূহ**

* মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারী শিক্ষকের অপ্রতুলতা;
* বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে নারীর অধিকার সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসারের ঘাটতি;
* ধর্মীয় গোঁড়ামী;
* সকল পাবলিক প্লেসে নারীদের প্রার্থনা কক্ষের অভাব;
* নারীদের জন্য আত্নকর্মসংস্থানের অভাব;
* সমাজে নারীবিরোধী নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব।

৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ

* মসজিদভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা কার্যক্রমে নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে;
* বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে নারীর অধিকার সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা আছে তার যথাযথ প্রচার ও প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;
* সব ধর্মেই নারীকে মর্যাদার আসনে আসীন করা হয়েছে। এ বিষয়টিকে সকল ফোরামে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করতে হবে;
* ধর্মীয় গোঁড়ামী দূরীকরণের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে;
* সকল পাবলিক প্লেস-এ (মার্কেট, হাসপাতাল, বাস/লঞ্চ টার্মিনাল, রেলওয়ে স্টেশন, অফিস-আদালত ইত্যাদি) নারীদের প্রার্থণা কক্ষ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ;
* নারীদের অধিকতর শিক্ষার ব্যবস্থার গ্রহণ করতে হবে;
* নারীদের মননশীলতা বৃদ্ধিসহ আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।